ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR. 1 5 1999... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

97

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস কম্পিউটার এসোসিয়েশন

দেবাশীষ কুন্ডু কাকন

ক্যাম্পাস

বারুদের গন্ধ আর নয়, এবার ফুলের গন্ধ চাই। ক্যাম্পাসে ফুলের গন্ধ শুঁকতে চেয়েছিলেন ওরা কয়েকজন। গত বছর অক্টোবরের ৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ক্যাফেটেরিয়ায় বসেছিলেন অমিয়, উজ্জ্বল, বিপুল, রেজাসহ আরো অনেকে। শুরুতে কম্পিউটার সায়েন্সকেন্দ্রিক একটি সংগঠন করার চিন্তা মাথায় আসলেও পরে এটি মোড় নেয় বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি সংগঠন। গোটা বিশ্বে যখন কম্পিউটার হচ্ছে সভ্যতার নিয়ন্ত্রক তখনো কিন্তু বাংলাদেশে তেমনভাবে জোরদার হয়নি কম্পিউটার আন্দোলন। এক সময় চাকরির ক্ষেত্রে টাইপ জানা জরুরি ছিল আর এখন কম্পিউটার শেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ভার্সিটির ছেলেরা মাস্টার্স করে বেকার থাকছে। চাকরির জন্য পায়ের চটি খয়ে যাচ্ছে– এ দৃশ্যের প্রেক্ষাপট পাল্টানোর জন্য হলেও অমিয়রা একটি সংগঠন তৈরি করতে চেয়েছে। যেটি ভার্সিটির প্রতিটি বিভাগের ছাত্রদের কম্পিউটার পারদর্শী করে তুলবে এবং চাকরির বাজারে নিজেদের অবস্থানকে আরো ওপরে তুলে রাখবে।

শুরুতে ১১ জন ছিল। তারপর ২৫ জন। আর এখন প্রতিটি হলে ইতিমধ্যে ১১ জনের কমিটি হয়ে গেছে। চার্লস ব্যাবেজের হাতে একদিন যে কম্পিউটার গাছটি অঙ্কুরিত হয়েছিল, বিলগেটসের ছোঁয়ায় যেটি যৌবন পেয়েছে সেই কম্পিউটার যখন বিশ্বের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। তখনই গঠিত হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস কম্পিউটার এসোসিয়েশন সংক্ষেপে ডাসকা।

শুরুতে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ। তাদের আশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। ব্যস, শুরু হয়ে গেলো পথ চলা। বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা, অনেকটা নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপার। আর এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করার পর থেকেই আর থেমে থাকেনি এ সংগঠনের সদস্যরা। একমাত্র বাংলাদেশেই প্রতি বছর ১০ হাজার প্রোগ্রামার দরকার। সেখানে সরকারিভাবে ১২০ জন; বেসরকারিভাবে ৩৮০ জন মোটামুটি জাতের প্রোগ্রামার পাওয়া যাচ্ছে। ৯ হাজার ৫০০ জন প্রোগ্রামার এখন প্রতি বছর দেশে দরকার।

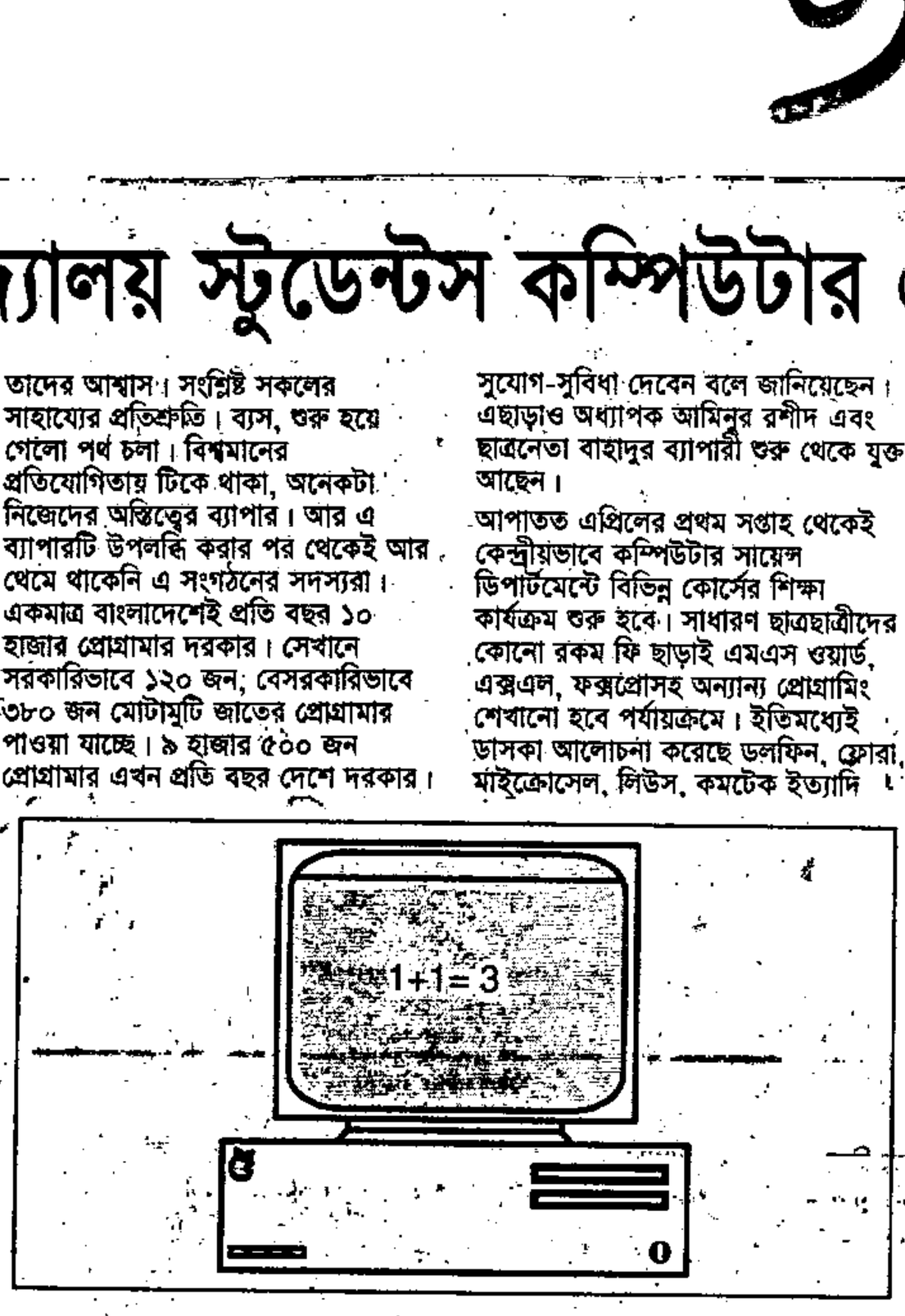

অনেক চাকরি হাতছানি দিয়ে ডাকছে কিন্তু কোথায় প্রোগ্রামার।

দুটো সেমিনার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। একটি গত বছর ২৫ ডিসেম্বর এবং মাত্র কদিন আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি। গত ফেব্রুয়ারিতে হয়ে যাওয়া সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রী লেঃ জেঃ (অবঃ) নুরুদ্দিন খান। তিনি বলেন, জাতির শিক্ষার উন্নয়নে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের কোনো বিকল্প নেই।

ডাসকার প্রধান উপদেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ কে আজাদ চৌধুরী। তিনি সংগঠনটির জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দেবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও অধ্যাপক আমিনুর রশীদ এবং ছাত্রনেতা বাহাদুর ব্যাপারী শুরু থেকে যুক্ত আছেন।

আপাতত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোনো রকম ফি ছাড়াই এমএস ওয়ার্ড, এক্সএল, ফক্সপ্রোসহ অন্যান্য প্রোগ্রামিং শেখানো হবে পর্যায়ক্রমে। ইতিমধ্যেই ডাসকা আলোচনা করেছে ডলফিন, ফ্লোরা, মাইক্রোসেল, লিউস, কমটেক ইত্যাদি দেশীয় কোম্পানির সঙ্গে। কানাডা এবং আমেরিকাসহ ছয়টি দেশের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। প্রতিবছর শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৬ লাখ প্রোগ্রামার দরকার তারা নিজেরা আড়াই লাখের মতো সরবরাহ করতে পারছে। বাকি প্রোগ্রামার সাপ্লাই দিচ্ছে ভারত, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশ। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক এ সংগঠন চালু হওয়ার ফলে বাংলাদেশ ও অতি শিগগিরই এই আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে। বেকার সমস্যা থাকবে না– এ স্বপ্ন ডাসকার সদস্যসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দেখতেই পারে। হলগুলোতে শুরুতে তিনটি কম্পিউটার দেওয়া হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরাও এতে অংশ নিতে পারবে। একজন ছাত্র অনার্স কমপ্লিট করার পাশাপাশি যদি সিস্টেম অ্যানালাইসিস, ডাটা বেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিংবা গ্রাফিক্সের ওপর প্রোগ্রামগুলো শিখে ফেলতে পারে তাহলে ছাত্রজীবনেই সে উপার্জন শুরু করতে পারবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেকোনো বিষয়ে অনার্স করার পর কম্পিউটার সায়েন্সে MCA করার সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারটি ভেবে দেখছেন। অচিরেই এটি চালু হবে বলে আশা করা যায়।

মার্চের ২৩/২৪ তারিখের দিকে ডাসকার উদ্যোগে মিনি সফটওয়্যার ফেয়ার হওয়ার কথা। আগামী বছর বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি যে আন্তর্জাতিক কম্পিউটার মেলা করবে তাতে ডাসকা বিসিসির সঙ্গে যৌথভাবে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন বিসিসির সভাপতি আফতাব-উল-ইসলাম। ডাসকার স্বপ্ন-সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে গেলে ডাসকার সভাপতি খায়রুজ্জামান চৌধুরী অমিয় জানান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ মিলিয়ে কম্পিউটারের সংখ্যা ৫৫০ (প্রায়)।

এগুলোকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে একটি কম্পিউটার ভিলেজ তৈরির স্বপ্ন তিনি রোজই দেখেন। ডাসকা চায় ছাত্ররা কম্পিউটারে পারদর্শী হোক, একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ুক। আর পাশাপাশি গড়ে উঠবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ। সরকার আন্তরিক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্তরিক, ডাসকার রয়েছে একঝাঁক তরুণ কর্মী ডাসকার উদ্দেশ্য পূরণতো শুধু সময়ের ব্যাপার। ডাসকার এ কর্মসূচি নিঃসন্দেহে প্রাণসঞ্চার করবে কম্পিউটার আন্দোলনে। সারা বাংলাদেশ এক সময় এ আওতায় চলে আসবে। ডাসকা যেন ক্রমেই হয়ে উঠবে একটি রোল মডেল– যারা বাংলাদেশে কম্পিউটার ভিলেজ তৈরির স্বপ্ন দেখে। বেকারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে। এ আগুন ছড়িয়ে পড়ুক ...।